136

দৈনিক খবর

তারিখ 13 OCT 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ঢাকা ঃ রোববার, ২৭শে আশ্বিন, ১৩৯৮ বাংলা

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ঃ ব্যর্থতার জন্যে দায়ী কে?

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের বহু আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র উন্নতি হচ্ছে না; বরং দিন দিন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বেড়েই চলেছে। গত বুধবার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দল ছাত্রের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের ফলশ্রুতিতে অন্তত ১৫ জন ছাত্র আহত হয়েছেন। রিপোর্ট সূত্রে জানা যায়, সংঘর্ষকালে ৭০/৮০ রাউন্ড গুলী বর্ষণ ও ২০টি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। ব্যাপক গোলাগুলী ও হিংসাত্মক ঘটনার মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও বিরাজ করছে চরম উত্তেজনা। গত বৃহস্পতিবার রাতের অন্ধকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু'দল ছাত্রের মধ্যে পুনরায় গুলী বিনিময় হয়েছে। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত শতাধিক রাউন্ড গুলী বিনিময় হয় দু' পক্ষের ছাত্রদের মধ্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এহেন হিংসাত্মক ঘটনা অহরহই ঘটছে। গোলাগুলী ও বোমাবাজির ঘটনা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে এখানে। সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন তখন ছাত্ররা এক পক্ষ আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। আর এসব হিংসাত্মক ঘটনার পরিণতিতে হতাহত হচ্ছে অসংখ্য ছাত্র, ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ।

এমন অশান্ত পরিবেশ শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; দেশের প্রায় সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়েই মারামারি হানাহানি লেগেই আছে। এমনকি কলেজগুলোও আজ অবাঞ্ছিত সন্ত্রাসের শিকার। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসহ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ রাখতে হয়েছে।

প্রশ্ন জাগে এই ব্যর্থতার জন্যে দায়ী কে। কেন শত আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখা সম্ভব হচ্ছে না? আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে সরকারকে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। কেননা শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত রেখে লেখাপড়ার সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। বিশেষ করে শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয়কে সরকার এ কারণেই উপেক্ষা করতে পারেন না যে, শিক্ষা হচ্ছে আমাদের জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের বাহন। 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড' এই কথাটা আমরা প্রায়ই বলে থাকি। আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কথাটা যে খুবই সত্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সরকারও নিশ্চয়ই সচেতন। সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ প্রায়ই শিক্ষা সম্পর্কিত মুখরোচক কথা বলে থাকেন। নানা উপমা ব্যবহার করে জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে লম্বা লম্বা বক্তৃতাও তারা কম দেন না। গর্বের সাথে বলে থাকেন শিক্ষাখাতে সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দের কথা। এ সবকিছুই আমাদের কাছে অর্থহীন মনে হয়- যখন দেখি সন্ত্রাসের কারণে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঠিকমত লেখাপড়া করতে পারছে না।

এটা বাস্তবিকই সমগ্র জাতির জন্যে এক চরম হতাশা এবং নৈরাশ্যের দিক। কেননা শিক্ষা জীবনে ছাত্ররা যদি ঠিকভাবে লেখাপড়া করে নিজেদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ না পায়, তাহলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা কি করে আশাবাদী হবো? ছাত্ররাইতো দেশের ভবিষ্যৎ। তারাইতো একদিন এ জাতির নেতৃত্ব দেবে। ছাত্ররা হচ্ছে জাতির আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। তাই সকলে তাদের নিয়ে এই আশা পোষণ করে যে, তারা লেখাপড়া করে মানুষ হবে এবং দেশ সেবায় নিয়োজিত হয়ে দেশ ও দশের কল্যাণে রাখবে কাঙ্খিত অবদান।

আর সেজন্যেইতো প্রয়োজন লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ। শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত রেখে আমরা সে পরিবেশ অবশ্যই সৃষ্টি করতে পারি। আর সেই পরিবেশ সৃষ্টিতে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনীতিক তথা সর্বস্তরের মানুষের সমান সহযোগিতার প্রয়োজন হলেও মূল দায়িত্ব কিন্তু সরকারেরই। কিন্তু বর্তমান সরকার কি সেই দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন? আমরা বলবো- না, পারেননি। পারলে এই সরকার ক্ষমতায় আসার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে সন্ত্রাসের জন্যে শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হতো না বা সন্ত্রাসও এত বৃদ্ধি পেতো না।

তবু আমরা আশায় বুক বেঁধেছিলাম এই ভেবে যে, হাজার হলেও গণতান্ত্রিক সরকার। জনগণ তাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে। অতএব, শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার প্রশ্নে জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী এই সরকার পূরণ করবেনই। তাই এ ব্যাপারে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমরা সরকারের প্রতি আবেদনও রেখেছিলাম কয়েকবার। কিন্তু কোন ফল হয়নি তাতে। শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাস ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আজ আর অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে পাঠানোর ব্যাপারটিকে মোটেই নিরাপদ ভাবতে পারছেন না। মেধাবী ও নিরীহ ছাত্ররা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অতিশয় উদ্বিগ্ন। সেশন জটে পড়ে অপরিমেয় ক্ষতির শিকার হচ্ছে ছাত্র এবং অভিভাবক সমাজ। তারও চেয়ে বড় কথা- জাতির সামনে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন নাজুক অবস্থার শিকার হলে, প্রকৃতপক্ষেই সে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হওয়া যায় না। আমরা যদি আন্তরিকভাবেই ছাত্রদের কল্যাণ চাই এবং দেশ ও দশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করি তাহলে কেন সম্মিলিতভাবে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না?

এই ব্যর্থতা নিশ্চয়ই সরকারের। আরো আশ্চর্যের কথা, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠন এইসব সন্ত্রাসের সাথে যখন নিজেদের জড়িত করছে, তখন সরকার সম্পূর্ণ নীরব এবং নির্বিকার।